E24629
কলম্বিয়া
B/B
2780

প্রথম খণ্ড

। বিশ্বামিত্রের তপোবন ।

১ম অপ্সরা হের সখি, কি সুন্দর এই তপোবন,
সমস্ত কানন হের
ধরিয়াছে অপরূপ সাজ।
সহকার তরুহাসে মাধবী মায়ায়
মধু গন্ধে আবেশ উতল হয় মন
এস হেথা, করি মোরা কুসুম চয়ন।

(গীত)

বসন্তের রং লাগা এই অঞ্চলে
হৃদয় কমল ফুলের মত চঞ্চলে
এই তপোবন ছন্দ ভরা নৃত্যে যে
স্বর্গ সুধা গন্ধভরে নিত্য যে
পারিজাতের পরাগ পরে নিত্য সে
স্বরগ ছেড়ে রইনা হেথা মন বলে।।

অপ্সরা উঃ! কে তুমি, কে তুমি ঋষি
লতাগুল্মে দিয়া কেন আমাদের করিছ বন্ধন?

বিশ্বামিত্র শুনিয়াছ বিশ্বামিত্র নাম?

১ম অপ্সরা শুনিয়াছি দেব।

বিশ্বামিত্র তার তপোবনে আসি পুষ্প তোল
শাখা ভঙ্গ কর এত স্পর্ধা তোমাদের?
কে তোমরা পণ্ড কন্যা দেহ পরিচয়?

১ম অপ্সরা ইন্দ্রের অপ্সরা মোরা, নৃত্যকালে
তালভঙ্গে, অভিশাপে নির্বাসিতা
মোরা মর্ত্যভূমে।

বিশ্বামিত্র—অভিশপ্তা ইন্দ্রের অপ্সরা, দেবকন্যা তবে।

১ম অপ্সরা—মুক্তি দাও, মুক্তি দাও ঋষি।

বিশ্বামিত্র—মুক্তি নাই মুক্তি নাই কারও
দেবতারে আমি, কভু ক্ষমা নাহি করি।
অতিস্পর্ধা দেখি দেবতার
ত্রিশঙ্কুরে স্বর্গে তারা নাহি দেয় স্থান।
চণ্ডাল করেছে যজ্ঞ তাই অপমান?
ত্রিশক্তি সাধনা এবে করি সমাপন,
তারপরে
বাঁধিয়া আনিব এই ধরণী উপরে
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যত দেবতারে।...
কপিঞ্জল।

কপিঞ্জল—গুরু দেব!

বিশ্বামিত্র—শোন!
যতদিন ত্রিবিদ্যা সাধনা মোর
সাঙ্গ নাহি হয়
লতাগুল্মে বাঁধা রবে এ পঞ্চ অপ্সরা।
তুমি হেথা রহ প্রহরায়॥

দ্বিতীয় খণ্ড

| শৈব্যার কক্ষ |

শৈব্যা—বিশ্বামিত্র তপোবনে কি ঘটেছে
সখি চারুমতি?

চারুমতি—কেমনে কহিব ওগো শৈব্যা রাজরাণী
লোকে বলে প্রচণ্ড রাক্ষস এক সাজিয়া বরাহ
যজ্ঞ নষ্ট করিতেছে তপোবন মাঝে।

শৈব্যা—তাই বুঝি ব্যস্ত মহারাজ।

রাত্রি প্রায় হলো শেষ—খুলে দে খুলে দে বেশ

অকারণ কেন আর বাসর শয়াণ।

। হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

চারুমতী আসিছেন ওই মহারাজ!

আমি যাই মহারাণী!

হরিশ্চন্দ্র—অভিমান করিয়াছ দেবী মুখে কথা নাই,

ছল ছল আঁখি দুটি আবেশ উতল?

বরাননে—চাহ মোর পানে,

অপরাধী হরিশ্চন্দ্র সম্মুখে তোমার।

রাজ কার্য অপরাধে বিলম্ব হয়েছে মোর

বাহু ডোরে মাল্য রচি' শাস্তি দাও মোরে।

শৈব্যা—তুমি দণ্ডধর,

তোমাকে কে শাস্তি দিবে?

হরিশ্চন্দ্র—কল্য প্রাতে যাইতে হইবে প্রিয়া

বিশ্বামিত্র তপোবনে—বরাহ নিধনে।

শৈব্যা—বিশ্বামিত্র তপোবনে?

সত্য যাবে, বল প্রিয়তম?

হরিশ্চন্দ্র—কেন শঙ্কা দেবী?

শৈব্যা—না, না, তুমি সেথা করোনা গমন।

নিদ্রাকালে দেখিনু স্বপন।

তুমি গেছ তপোবনে—তোমার বিহনে

সমগ্র অযোধ্যা যেন করিছে ক্রন্দন—

হরিশ্চন্দ্র—স্বপ্ন কভু সত্য নহে।

শৈব্যা—তব বাক্য সত্য হ'ক প্রভু!
স্বপ্ন যেন মিথ্যা হয়ে রয়!

হরিশ্চন্দ্র—ও কথা এখন যাক্ প্রিয়ে, ঐ দেখ সরযূর বুকে
শতচন্দ্র খেলিছে কৌতুকে।
নিস্তব্ধ অযোধ্যাপুরী শান্ত পারাবার
তুমি আমি ঊর্মি সম রহিয়াছি জাগি'।
এবে এই ঊর্মিমুখে জাগিয়া উঠুক কহ কলতান?

(শৈব্যার গীত)

ঐ সরযূর বুকে কত চাঁদ হাসে
আমার চাঁদিমা মোরে কতই ভালবাসে॥
ঐ সরযূর বুকে কত ঢেউ ওঠে
হৃদয়-সরসী ভ'রি কমল ফোটে
চাঁদেরে চাহিয়া কুমুদ নয়ন
হাসে কোন্ অভিলাষে-
চাঁদ হাসে।

তৃতীয় খণ্ড

। বিশ্বামিত্রের তপোবন।

কপিধ্বজ—উরে বাপ্‌রে বাপ পাঁচ পাঁচটি মেয়েছেলে; কোন্‌টা ছেড়ে
কোনটা দেখি।

কপিঞ্জল—কে বটহে—এই তপোবনে কেন?

কপিধ্বজ—আমি কপিধ্বজ—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বয়স্য।
মহারাজের সঙ্গে শিকারে এসেছি—আপনি?

কপিঞ্জল—আমি কপিঞ্জল—মহামুনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য;
এখানে প্রহরায় আছি।

কপিধ্বজ—বা বা বা—তাহলে ত আমরা ভায়রা ভাই—দেখছেন না
কেমন মিল—আমার ধ্বজ আর আপনার জ্বল বাদ দিলেই
দু'জনেই—কি হলাম—

কপিজ্বল—কপি—

কপিধ্বজ—কপি—

কপিজ্বল—কপি?

কপিধ্বজ—হ্যা কপি, দু'জনেরই লেজ আছে।

কপিজ্বল—লেজ কোথায়?

কপিধ্বজ—আপনার শিষ্য, আর আমার বয়স্য—

কপিজ্বল—তা বটে তা বটে—

কপিধ্বজ—তা বটে, তা বটে বললে হবে না, পাঁচটি মেয়ে একা কেন দাদা?

কপিজ্বল—মহামুনি বিশ্বামিত্র এদের বেঁধে রেখেছেন।

কপিধ্বজ—বেঁধে রেখেছেন, মেয়েছেলে! বলতে হলো মহারাজকে!

নেপথ্যে জনতা—পালারে পালারে পালা, বন্য বরাহ ছুটেছে
পালা পালাই

হরিশ্চন্দ্র—ভয় নাই ভয় নাই অযোধ্যার প্রজা
বন্য বরাহ মারি' আমি রক্ষা করিব সবারে।
ঐ ঐ যে বরাহ পুনরায় আসিয়াছে সম্মুখে আমার
আরে আরে ঘৃণিত বরাহ
এই বার—
তীক্ষ্ম বাণে জর্জরিত করি' সংহার করিব তোরে।

কপিধ্বজ—সম্বর সম্বর রাজা তীক্ষ্ম বাণ তব।

হরিশ্চন্দ্র—কে কপিধ্বজ—বয়স্য আমার।

কপিধ্বজ—কি কহিব মহারাজ।
বন্য বরাহ মারি কি হইবে লাভ,
মানুষ দেখায় যদি নারীরে পশুর স্বভাব?

হরিশ্চন্দ্র—কি কহিছ কপিধ্বজ ?

কপিধ্বজ—বিশ্বামিত্র তপোবনে

পঞ্চ কন্যা লতাগুল্মে বাঁধিয়া কৌষিক

কৌতুকে হেরিছে নিত্য তাদের যন্ত্রণা। (কান্না)

ওই শোন শোন মহারাজ

করুণ কাতর কণ্ঠে পঞ্চ কন্যা মুক্তি মাগিতেছে।

তুমি রাজা, তব রাজ্যে একি অনাচার !

পঞ্চ কন্যা—সত্যাশ্রয়ী কে আছে কোথায় রক্ষা কর,

এ বন্ধন ব্যথা আর সহিতে না পারি।

হরিশ্চন্দ্র—চিন্তা নাই ভয় নাই ওগো পঞ্চ বামা।

আমি, আমি মুক্তি দিব তোমাদের, এস কপিধ্বজ।

কপিঞ্জল—মহারাজ, ওদের মুক্তি দিতে গেল, কিন্তু কিছু বলতেও ত

পারলেম না; যাই মহামুনিকে বলি।

হরিশ্চন্দ্র—ছিঃ ছিঃ ছিঃ শিরে মোর পড়ে বাজ !

বিশ্বামিত্র মহাঋষি তাঁর হেন কাজ ?

চিন্তা নাহি কর আর হে পঞ্চ ললনা।

অযোধ্যার মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আমি, মুক্তি করি তোমাদের

তীক্ষ্ণ তীরে ছিন্ন করি বন্ধন যন্ত্রণা।

পঞ্চ কন্যা—ধন্য রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যাশ্রয়ী পুরুষ মহান্

লোকমুখে নিত্য শুনি তব জয়গান, সত্যের সেবক তুমি

সত্যের পরশে তব সাপ মুক্তি হইল মোদের

মোর দিব্যবাসী—হে রাজন্ দিব্যধামে করিনু গমন।

করি আশীর্বাদ—সত্যরক্ষা সার্থক হউক তব।

হরিশ্চন্দ্র—নমস্কার হে স্বর্গ অঙ্গনা।

বিশ্বামিত্র—আর মোর তরে পুরস্কার তব প্রবঞ্চনা!
হরিশ্চন্দ্র—?

হরিশ্চন্দ্র—কে?

বিশ্বামিত্র—আমি—আমি বিশ্বামিত্র!

চতুর্থ খণ্ড

হরিশ্চন্দ্র—বিশ্বামিত্র মহাঋষি—ধন্য আমি তব দরশনে!
প্রণতি চরণে মহাভাগ।

বিশ্বামিত্র—প্রণামের নাহি প্রয়োজন
আরে আরে ক্ষত্র কুলগ্লানি
জানি সব করিয়া ছলনা
কি সাহসে মুক্ত কর
আমার বন্দিনী পঞ্চ ত্রিদিব ললনা?
জান নাকি কেবা আমি
মোর রোষে আশুতোষ আদি দেব ভয়ে কম্পমান—?

হরিশ্চন্দ্র—হে মহর্ষি—হে ব্রাহ্মণ।
অকারণ কেন এ আক্রোশ।
কিবা দোষ করিয়াছি আমি?
রোষ পরিহরি চিন্তা করি দেখ প্রভু
মুক্তি দিয়া যুক্ত পানি পঞ্চ দিব্যবামা
করি নাই অপরাধ কভু।

বিশ্বামিত্র—কর নাই অপরাধ?
স্পর্ধা তব উচ্চারিতে হেন কথা সম্মুখে আমার?
মুক্তি দিয়া পঞ্চ কন্যা অন্যায় করনি
ধ্যান ভঙ্গ করেছ আমার—
নিষ্ফল করেছ মোর ত্রিবিদ্যা সাধনা।

হরিশ্চন্দ্র—তপাচারী হে ব্রাহ্মণ করি আকিঞ্চণ-
অপরাধ নিওনা আমার,—
কহিতেছি সত্য সমাচার,
পঞ্চ কন্যা বন্দী করি,
মগ্ন হলে তাদের চিন্তায়।
তাহাদের মুক্ত করি'
মুক্ত আমি করিয়াছি তোমা।

বিশ্বামিত্র—ধিক্ ধিক্ রাজা
নারীসঙ্গে হইয়াছে এত অধোগতি?
বৈকুণ্ঠ বিপন্ন যার তপের প্রভাবে।
বশিষ্ঠের শতপুত্র নির্বিচারে যে করে নিধন
ত্রিশঙ্কুর তরে যেবা নব স্বর্গ করেছে সৃজন,
এত গর্ব, তারে তুমি কর অপমান?

হরিশ্চন্দ্র—অপমান করি নাই তোমারে তাপস
ক্ষত্রিয়ের ধর্মরক্ষা করিয়াছি শুধু—

বিশ্বামিত্র—ক্ষত্রিয়ের ধর্মরক্ষা...ক্ষাত্র ধর্ম তুমি কিবা জান?
জান কিছু তাহার লক্ষণ?

হরিশ্চন্দ্র—জানি ঋষি দান—ত্রাণ
সম্মুখ-সংগ্রাম ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ আচরণ!
মুক্তিদান তাই আমি দিয়াছি তা'দের।

বিশ্বামিত্র—ও গর্ব তব মহাদাতা বলি!
ভাল—ভাল, তাই যদি ক্ষাত্র ধর্ম তব
সসাগরা রাজ্য তব কর মোরে দান।
দেখি তুমি কত বড় ক্ষাত্র ধর্ম বীর!

হরিশ্চন্দ্র—অতি তুচ্ছদান ঋষি চাহিয়াছ দীনের সমীপে।
দেহ তব কমণ্ডুল বারি—করি আচমণ—হে ব্রাহ্মণ
এই দণ্ডে সসাগরা ধরণী আমার
তোমার চরণে প্রভু করিলাম দান.
গ্রহণ করিয়া রাখ—
ইক্ষাকু কুলের ধর্ম—সত্যের সম্মান।

বিশ্বামিত্র—বেশ! দান তব করিনু গ্রহণ—
দানের দক্ষিণা এবে করহ প্রদান।

হরিশ্চন্দ্র—সপ্ত সহস্র মুদ্রা দিবহে দক্ষিণা।

বিশ্বামিত্র—সপ্ত সহস্র মুদ্রা ?
উত্তম—চল তবে যাই অযোধ্যায়।

পঞ্চম খণ্ড

শৈব্যা—রোহিতাশ্ব—রোহিতাশ্ব।

রোহিতাশ্ব—মা—

শৈব্যা—পেয়েছি সংবাদ
মহারাজ সৈন্য সহ আসিছেন ফিরি'।

রোহিতাশ্ব আমি যদি যাইতাম পিতার সহিত
আনিতাম মৃগ এক করিয়া শিকার।

শৈব্যা পিতৃসম তুমি হবে বীর
আমি আর মহারাজ বৃদ্ধ হবো যবে
তুমি হবে মহারাজ অযোধ্যার প্রজার পালক।

চারুমতি—মহারাণি

শৈব্যা—চারুমতি—?

চারুমতি—এস দেখিবে মা
মহারাজ এসেছেন তোরণ দুয়ারে
ঐ শোন তুরী ভেরী উঠেছে বাজিয়া
জয়ধ্বনি করে প্রজাগণ—

নেপথ্যে—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয় — জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়।

হরিশ্চন্দ্র—নহে নহে জয়ধ্বনি আজি নহে মোর—
আর নহে আমি এই অযোধ্যার রাজা।
বিশ্বামিত্রে রাজ্য মোর করেছি অর্পণ।
জয়ধ্বনি কর সবে তাঁর—।

শৈব্যা—একি কথা শুনি সখি মহারাজ মুখে
বিশ্বামিত্র অযোধ্যা নৃপতি—।
দীন বেশে মহারাজ, কোথা তাঁর রাজ আভরণ।
একি কেন? মোর বামেতর নয়ন নাচিল—
চারুমতি একি ঘটিল অঘটন—

রোহিতাশ্ব—মাগো—পিতা মোর—

হরিশ্চন্দ্র—নহে আর অযোধ্যার রাজা।

শৈব্যা—স্বামী—

হরিশ্চন্দ্র—বিশ্বামিত্রে রাজ্য মোর করিয়াছি দান।
রক্ষা করিতে দেবী বংশের সম্মান।

হরিশ্চন্দ্র—কেন চোখে জল চারুমতি।
শৈব্যা—।

শৈব্যা—সহধর্মিণী—আমি। তুমি যদি সেজেছ ভিখারী—
ভিখারিণী আমিও সাজিব। কিবা আজ্ঞা কহ দেব।

হরিশ্চন্দ্র—রাজ বেশ ছাড়ি—এস মোর সাথে।
—এস রোহিতাশ্ব—

কপিধ্বজ—মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র—কপিধ্বজ—

কপিধ্বজ—সৈন্য সেনাপতি আর অযোধ্যার প্রজা
করিয়াছে বিদ্রোহ ঘোষণা
বিশ্বামিত্রে রাজা বলি' করিবে না স্বীকার তাহার।
ঐ ঐ শোনো রাজা!

(নেপথ্যে সকলের তীব্র কোলাহল)—না না
বিশ্বামিত্রকে আমরা রাজা বলে মানবো না—

হরিশ্চন্দ্র—এস শৈব্যা—এস রোহিতাশ্ব—চল যাই
প্রাসাদ বাহিরে।

সকলে—না না বিশ্বামিত্রকে আমরা রাজা বলে মানব না।
জয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের জয়—।

হরিশ্চন্দ্র—অযোধ্যার প্রজাগণ, সৈন্য সেনাপতিগণ
নির্বিচারে—রাজ-আজ্ঞা করিবে পালন।
রাজা এবে অযোধ্যার বিশ্বামিত্র ঋষি।

সকলে—না—না—বিশ্বামিত্র আমাদের রাজা নয়।
আমাদের রাজা—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র।
জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়—

হরিশ্চন্দ্র—সত্য যদি ভালবাস মোরে প্রজাগণ।
কহিতেছি সবার গোচরে
বিশ্বামিত্রে রাজ্য আমি করিয়াছি দান।
এখনও দক্ষিণা বাকী
রাজ সৈন্য মহামন্ত্রী, অযোধ্যার প্রজা
সবাকার কাছে করি অনুরোধ—
শান্ত রহ, শান্ত রহ বিশ্বামিত্রে রাজা বলি' করিয়া স্বীকার।
এস মোর সাথে—যাই রাজ সভাতলে
সিংহাসনে বসাইব
মহাঋষি কশিক নন্দনে।

ষষ্ঠ খণ্ড

বিশ্বামিত্র—হরিশ্চন্দ্র—!

হরিশ্চন্দ্র—মহারাজ বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র—পাইয়াছি তব সিংহাসন
রাজ কর্মচারিগণ, অমাত্য সকলে অযোধ্যায় রাজভক্ত প্রজা.
সক্কলেই রাজা বলি' স্বীকার করেছে মোরে।
সকলি উত্তম—
কিন্তু কোথা তব দানের দক্ষিণা ?

হরিশ্চন্দ্র—কোষাধ্যক্ষে কহিতেছি—
এই দণ্ডে—সপ্ত সহস্র মুদ্রা প্রদানিবে তোমা।

বিশ্বামিত্র—কোষাধ্যক্ষে কহিতেছ !
রাজত্ব আমার, রাজকোষ এখনও তোমার ?
চমৎকার—

হরিশ্চন্দ্র—ক্ষণিকের ভ্রম হে রাজন।
ভ্রমি' দেশে দেশে ভিক্ষা মাগি'
প্রদানিব দক্ষিণা তোমার।

বিশ্বামিত্র—কোন্ দেশে করিবে ভ্রমণ ?
সসাগরা পৃথিবদান করেছ আমারে—
পৃথিবী বাহিরে যদি রহে কোন স্থান
সেইখানে কর তুমি অর্থের সন্ধান।

শৈব্যা—স্বামী চল যাই, পৃথিবী বাহিরে আছে বারাণসী-ধাম।
শিব বাস ভূমি-অন্নপূর্ণা অন্ন সদা করেন প্রদান
চল যাব বারাণসী, ভিক্ষা মাগি' সেথা
ব্রাহ্মণের ঋণ শোধ করিব আমরা।

বিশ্বামিত্র—উত্তম, যাও তবে হরিশ্চন্দ্র পুণ্য কাশীধামে।
মাসাবধি দিলাম সময়—
মাস অন্তে আমি নিজে যাব বারাণসী
সপ্ত সহস্র মুদ্রা গণিয়া লইব!

হরিশ্চন্দ্র—তাই হবে মহাভাগ।

বিশ্বামিত্র—একি হেরি হরিশ্চন্দ্র পুত্র অঙ্গে তব
আজও শোভে অলংকার?
ক্ষাত্র ধর্ম রক্ষিবারে এও বুঝি একটি উপায়?
খুলে দাও অলংকার পুত্র অঙ্গ হ'তে।

কপিধ্বজ—মহারাজ সর্বনাশা একি দান করেছ ব্রাহ্মণে।
ভিখারী সেজেছ নিজে—ভিখারিণী করিয়াছ জননীরে মোর
রাজপুত্রে—

রোহিতাশ্ব—কাঁদিওনা কপিধ্বজ
ভিখারী যে সাজিবারে পারে
রাজপুত্র তারি হওয়া সাজে।
অযোধ্যার রাজা, এই নিন অলংকার মোর।

হরিশ্চন্দ্র—এবার বিদায় দাও ঋষি!

বিশ্বামিত্র—বহুক্ষণই দিয়াছি বিদায়—
অকারণ কালক্ষেপ কি হেতু করিছ?

হরিশ্চন্দ্র—বিদায় অযোধ্যা

(গীত)

বিদায় বিদায়
নয়নের জলে চলে না চরণ
আঁখি যে ফিরিয়া চায়
বিদায়—বিদায়—বিদায়—

সপ্তম খণ্ড

। কাশীধাম ।

(বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে;
পূজারী ও পূজারিণী গান গাহিতেছে।)

পু—হর হর হর শঙ্কর ধন্য এ কাশীধাম
স্ত্রী—নমো নমো নমো অন্নপূর্ণা অন্নদা প্রণাম ॥

১ম ব্রাহ্মণ—হ্যাঁহে পাঁড়ে, কই রাজা হরিশ্চন্দ্রের ত দেখা নেই—মহারাজ কাশীতে আসবেন, না এসে গেছেন?

পাঁড়ে—অত সব জানিনে, এই রাস্তাতেই নাকি আসবেন।

১ম ব্রাহ্মণ—তা তুমি আমার আগে গিয়ে দাঁড়ালে যে?

পাঁড়ে—রাজার দান তুমি পরে পাবে বোলে।

১ম ব্রাহ্মণ—তাহলে আমি তোমার আগে গিয়ে দাঁড়াই।

পাঁড়ে—দাঁড়াও, আবার পেছনে করে দেবো।

২য় ব্রাহ্মণ—হাঁ মশাই, আপনারা এত আগুপিছু করছেন কেন?

পাঁড়ে—আরে বাবা! শুন্‌ছি নাকি এই রাস্তাতেই রাজা হরিশ্চন্দ্র আস্‌বেন—সেইজন্যে—

২য় ব্রাহ্মণ—ও তা শুনুছি নাকি মহারাজ খুব দানধ্যান করবেন। তা আপনাদের আগেই দাঁড়াই—

পাঁড়ে—আগে মানে?

২য় ব্রাহ্মণ—আগে মানে পেছনে নয়।

১ম ব্রাহ্মণ—এই রে সেরেছে—ও পাঁড়ে; দ্যাখ দ্যাখ এক বেটা ভিখিরী বৌ-ছেলে নিয়ে এই দিকে আসছে। কে বট হে তুমি; এখানে কেন?

হরিশ্চন্দ্র—কেন কি চাও তোমরা?

১ম ব্রাহ্মণ—কি চাও ? হাঃ হাঃ হাঃ—কি দেবেহে তুমি।
ও যেন রাজা হরিশ্চন্দ্র এলেন!

হরিশদ্রন্দ্র—আমি যে ভিক্ষুক—আমি তোমাদের কি দেবো।

১ম ব্রাহ্মণ—তা এখানে কেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র আসবেন এই পথে, ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করব, তাই দাঁড়িয়ে আছি; তা ভিক্ষুক তুমি কেন বাবা ?

হরিশ্চন্দ্র—আমিই হরিশ্চন্দ্র।

১ম ব্রাহ্মণ—ব্যাটা পাগল! বলে কিহে—হাঃ হাঃ হাঃ—

হরিশ্চন্দ্র—বিপ্রগণ নাহি কর উপহাস
সসাগরা ধরণী আমার বিশ্বামিত্রে করিয়াছি দান।
তাহার দক্ষিণা দেব
ভিক্ষা দেহ—ভিক্ষা দেহ মোরে হে ব্রাহ্মণ।

বিশ্বামিত্র—ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ দল
ভিক্ষা দিবে হরিশ্চন্দ্রে
সেই দানে দক্ষিণা হইবে শোধ
নির্বোধ রাজন্ কত ভিক্ষা পাইয়াছ ?

১ম ব্রাহ্মণ—কে মহামুনি বিশ্বামিত্র, তুমি আমাদের ভিক্ষুক বল।
তুমিত চণ্ডাল।

১ম ব্রাহ্মণ—রক্তচক্ষু আমাদের দেখিও না বিশ্বামিত্র। তুমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ হয়েছ বশিষ্ঠের কৃপায়। আর আমরা ব্রাহ্মণ কুলজাত। সত্যি যদি তুমি ব্রাহ্মণ হতে, মহারাজকে পথের ভিখিরী করতে পারতে না। এস, এস হে চণ্ডালের মুখ দর্শনও পাপ।

বিশ্বামিত্র—হরিশ্চন্দ্র পূর্ণমাস কাল
দেহ এবে দক্ষিণা আমার
হরিশ্চন্দ্র—মহাভাগ—
বিশ্বামিত্র—ছি ছি হরিশ্চন্দ্র এই তব ধর্মরক্ষা ?
দান করি' দক্ষিণা না দাও ?
নির্লাজ রাজন্‌৷ কোথা তব ক্ষাত্রধর্ম সত্যের পালন ?
হরিশ্চন্দ্র—ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও, ঋষি,
সূর্যাস্ত আগে আজই দিব এই স্থানে দক্ষিণা
তোমার।
ঋণ তব শুধিব নিশ্চয়।
বিশ্বামিত্র—ভাল ভাল অপরাহ্নে স্নান অন্তে
পুনরায় আসিব এখানে।
হরিশ্চন্দ্র—ঋণ ! ব্রাহ্মণের ঋণ
রে রাক্ষসী ঋণ ! কত আর দাহিবি আমারে ?
ছিনু রাজা তুই মোরে করেছিস পথের ভিখারী
ঘুরিতেছি দ্বারে দ্বারে দারাপুত্র রহে অনাহারে
সত্য ভ্রষ্ট হইলাম বুঝি অবশেষে।
শৈব্যা—সত্য যাহা সত্য চিরদিন
চল প্রভু এজীবন দিয়া বিসর্জন
সত্যরক্ষা করিব তোমার।
ঋষির এ ঋণ শোধ করিব নিশ্চয়।

অষ্টম খণ্ড

মামী—বলি ওগো, বলি—ওগো শুনতে পাচ্ছ। বসে বসে বেশত
ভুঁড়িতে তেল মাখাচ্ছ।
মামা—তা ভুঁড়িটা গম আর ঘি খেয়ে মন্দ হয়নি; কি বলো ?

মামী—বলি বসে বসে ভুঁড়িত দেখাচ্ছ—বলি আমার কি রক্ত-মাংসের শরীর নয়। তোমার সংসারে খেটে খেটে দেহ আমার কালি হয়ে গেল—।

মামা—বেশত; দেহ যদি কালিই হয়—ভুঁড়ি পেতে দিচ্ছি, নাচতে নাচতে তার উপর জিব্ বার করে দাঁড়াও।

মামী—দেখ—আমায় রাগিও না বলছি। কেন কাশীর বাজারে এত দাসী, একটা দাসী তুমি কিনতে পারনা?

মামা—কেন বিয়ের সময় মাকে বলে গেলাম—মা তোমার জন্য দাসী আন্‌তে যাচ্ছি।

মামী—কি আমি তোমার দাসী? তবে রে মুখপোড়া—

মামা—আহা-হা তাই বলে চুল ছেঁড়ো কেন?

মামী—কি বল্লে আমি তোমার দাসী। আমি তোমার দোজ পক্ষের বৌ—তা যেন মনে থাকে। দাসী আমার এখনই—আজই চাই—ওরে নবকেষ্ট—

নব—মামী

মামী—শীগ্‌গীর তোর, তোরমামা মিন্‌সেকে নিয়ে আমার জন্যে একটা দাসী নিয়ে আয়।

নব—চল মামা, নইলে মামী কালী হয়ে যাবে—সঙ্গে হাজার চার-পাঁচ নাও—

মামা—হাজার চার-পাঁচ তা সঙ্গেই আছে, নে চল!

হরিশ্চন্দ্র—কেহ যদি থাক মহাপ্রাণ—
দাস কিংবা দাসী
ক্রয় করি' নিতে পার গৃহের কারণে
বিক্রীত হইব মোরা।

নবা—ওমা! বলতে না বলতে যে দাসী এসে গেল, এদিকে এসগো, আমরা নোবগো—দাঁড়াও! এদিকে এস—এই বামুন বাড়ী।

মামা—এই মাগী বুঝি দাসী থাকবে?

হরিশ্চন্দ্র—হ্যাঁ আমার স্ত্রী।

নবা—বেশ চেহারা কিন্তু মামা, দেখ দেখ

মামা—তুই চুপ কর নবা—

শৈব্যা—কি ভাবছেন! আমি গৃহস্বামীর সব কাজ করতে পারব।

মামা—কর তোমার দাম বাছা?

শৈব্যা—যা আপনারা দিতে পারেন!

মামা—আমি চার হাজার সুবর্ণ দিতে পারি।

শৈব্যা—তাই দিন।

মামা—এই নাও।

শৈব্যা—যদি দয়া করেছেন আমার এই শিশুপুত্র।

মামা—সে কেমন করে হবেরে নবা, ছেলে সঙ্গে নিতে চায় যে—

নবা—ছেলে সঙ্গে থাকলে তোমার মঙ্গল মামা—মামী বরং খুসী হবে।

মামা—খুসী হবে! দাম কিন্তু দিতে পারব না বাছা।

শৈব্যা—না দাম দিতে হবে না।

মামা—তা হলে এস বাছা।

হরিশ্চন্দ্র—ওঃ!

শৈব্যা—যাই প্রভু প্রণাম—

হরিশ্চন্দ্র—কেঁদনা শৈব্যা—

রোহিতাশ্ব—বাবা—

হরিশ্চন্দ্র—যাও বাবা, রোহিতাশ্ব মায়ের সঙ্গে যাও! কেঁদো না!

মামা—কই গো বাছা—এস না।

শৈব্যা—আয় রোহিতাশ্ব আমাদের যেতে হবে।

হরিশ্চন্দ্র—চার সহস্র স্বর্ণ মুদ্রায় স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করলাম—ওঃ—
রোহিতাশ্ব ফিরে আয় একবার; একবার আমার কোলে
আয় বাপ।

রোহিতাশ্ব—বাবা—

হরিশ্চন্দ্র—রোহিত রোহিত!

নবম খণ্ড

বিশ্বামিত্র—দিবাগত প্রায়, সূর্য বুঝি ধীরে ধীরে যায় অস্তাচলে।
কই কোথা হরিশ্চন্দ্র।
ক্ষাত্র ধর্ম রক্ষা কর গর্বিত রাজন্—

হরিশ্চন্দ্র—মহারাজ বিশ্বামিত্র—।

বিশ্বামিত্র—আনিয়াছ দক্ষিণা আমার?

হরিশ্চন্দ্র—দারাপুত্র করিয়া বিক্রয়
চারি সহস্র মুদ্রা আনিয়াছি দেব।

বিশ্বামিত্র—মাত্র—চারি সহস্র
কথা ছিল সপ্ত সহস্র মুদ্রা দিবে তুমি দক্ষিণা আমারে।

হরিশ্চন্দ্র—সত্য তাহা ঋষি!

বিশ্বামিত্র—সত্য যদি, দাও পূর্ণ দক্ষিণা আমার।
ভগ্ন অংশ নাহি চাই—
জেন আমি নহি কভু তব খেলার পুত্তলি।

হরিশ্চন্দ্র—কি করিব ভেবে নাহি পাই—

বিশ্বামিত্র—হাঃ হাঃ হাঃ—
জানি জানি রাজা পারিবে না সত্যরক্ষা করিতে তোমার—
দম্ভ তব চূর্ণ হবে জানি!

হরিশ্চন্দ্র—এই দেহে যতক্ষণ বহিবে জীবন।

ততক্ষণ সত্য মোর জীবন সাধনা

কেবা আছ, ওগো পুরবাসী-

দাস আমি—দাস লহ কিনে।

যে কিনিবে মোরে—নির্বিচারে আজ্ঞা তার পালিব নিশ্চয়।

দাস লহ, দাস লহ কিনে।

কাল্লু—কেরে কেরে তুই বিক্রী হতে চাস্? আমার ত নওকর দরকার

রইছে রে। কে বিক্রী হইবি—কে দাস হইবি?

হরিশ্চন্দ্র—আমি আমি তব হব দাস

কিনিবে আমারে?

কাল্লু—হামি শ্মশান চন্ডাল কালু সর্দার। তু শ্মশান চন্ডাল হইতে

পারবি রে বেটা?

হরিশ্চন্দ্র—চন্ডাল হইব আমি তোমার আদেশে! যা কহিবে নির্বিচারে

করিব পালন।

কাল্লু—শুয়ার চরাইতে হোবে, মুসল চালাইতে হোবে, মুর্দার

কাঁড় আদায় করিতে হোবে, কম্বল কাড়িয়া আনতে হোবে।

হরিশ্চন্দ্র—সর্ব কার্য করিব তোমার

হে চন্ডাল দেহ তবে ত্রি-সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মোরে।

কাল্লু—এ মুনিয়া, এ কত রুপৈয়ারে

মুনিয়া—তিন হাজার সর্দার-

কাল্লু—তিন হাজার সোনা, আচ্ছা লেলে বেটা, তিন হাজার।

এ বড়া জোয়ান চোক্‌রা আছেরে মুনিয়া! আজ থেকে তুই

চন্ডাল হবি, শুন বাবা তুহার নাম কিরে বেটা?

হরিশ্চন্দ্র—হরি—হরি—

কাল্লু—হরিয়া হরিয়া—বহোত ভালো নাম আছে।
চল বেটা হরিয়া চল।

হরিশ্চন্দ্র—যাচ্ছি প্রভু!
অযোধ্যার মহারাজ বিশ্বামিত্র ঋষি
কৃপা করি করুন গ্রহণ দক্ষিণা আমার
পূর্ণ সপ্ত সহস্র মুদ্রা পূর্ণ—
পূরিয়াছে মনস্কাম, সত্যরক্ষা হইয়াছে মোর,
গ্রহণ করহ ঋষি প্রণাম আমার।

বিশ্বামিত্র—গ্রহণ করিনু রাজা দক্ষিণা তোমার
চলিলাম এবে অযোধ্যায়।

দশম খণ্ড

হরিশ্চন্দ্র হে চণ্ডাল
ধর্ম পিতা তুমি মোর
ধর্ম রক্ষা করেছ আমার।

কাল্লু— আয় বেটা, আমার বুকে আয়। এমন মিঠা বোল তু কোত্থেকে শিখ্‌লিরে বেটা? হা হা আজ হইতে তু আমার ছেলিয়া বন্‌লিরে। হারে তু ত কোন্ ভদ্দর মুনিষ আছিস্—আমি চণ্ডাল, তোর কষ্ট হোবে।

হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল কেবা কহে চণ্ডাল তোমারে।
তুমি দ্বিজোত্তম—ঋণ মুক্ত হইয়াছি তোমার কৃপায়।
তুমি ধর্ম মোর রক্ষা করিয়াছ।
তবকার্য মোর কার্য—মানি
শ্মশান চণ্ডাল আমি, আজ্ঞা কর যাহা ইচ্ছা তব।

কাল্লু—নারে হরিয়া না। তোর মুখখানা দেখিয়ে বড় মায়া লাগছে রে—প্রাণ কাঁদিয়া উঠ্‌ল, তাই তোকে হামি কিনিয়া লইল। হারে শমরী দেখ দেখ—তোর একটা ছেলিয়া কিনিয়া আনলি। চাহিয়া দেখ—কেমন রাজার ছেলিয়ারে—। হরিয়া ওর নাম।

শমরী—বাঃ বাঃ—বারে বেটা। তু সর্দার একে কোথাকে পেলিরে? হরিয়া—হরিয়া হামার কাছে আয় বেটা। হামাকে তু মাইজী বলবি বেটা।

হরিশচন্দ্র—ধর্মপিতা বলেছি সর্দারে।

তুমি মোর ধর্মমাতা হইলে নিশ্চয়।

শমরী—ভদ্দর মুনিষ কেমন মিঠা কথা বোলে। দেখলি সর্দার হরিয়া এল—বড় ভাল লাগল—হামরা একটু নাচগান করি—।

কাল্লু—হ্যাঁ, হ্যাঁ নাচগান নিশ্চয় হোবে। হামি হরিয়াকে দক্ষিণ শ্মশান বরাত দিব। দক্ষিণ শ্মশান সে রাখ্‌বে। সে হামাদের রাজা হইবে। হ্যারে তুলসী মাদলে ঘা দে—হামাদের হরিয়া রাজা এল হামাদের হরিয়া—বাজা—মাদল বাজা!—

। স্ত্রী পুরুষের গীত।

মাদল বাজা

পুরুষ—এলরে হামার হরিয়া রাজা

নাচ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্

স্ত্রী—মহুয়া আনেরে চোখেতে ঘুম

নাচে পাগলা ভোলা

কাঁধে সিদ্ধি ঝোলা

পুরুষ—বোম্ বোম্ বোম্—মুখে বাজনা বাজা

উভয়—এলরে হামারি হরিয়া রাজা

একাদশ খণ্ড

। শৈব্যার গীত ।

স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল
মিছে হল যত খেলা
নয়নের জলে হইল আঁধার
জীবন সাগর বেলা ॥
কত ঢেউ ওঠে ভাঙ্গে অনিবার
বুকে সহি শত বেদনার ভার
কোন তীরে হায় ভিড়িবে এবার
জীর্ণ জীবন ভেলা ॥

মামী—কিগো দাসী বসে বসে কি ভাবছ?

রোহিতাশ্ব—না না মায়ের কাছে আমাকে নিয়ে যেওনা। মামা মশাই যদি মারতে হয় এখানেই মার।

নবা—না নিয়ে যাব না! দাসীপুত্র বেটা মায়ের জন্য দরদ কত। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব তোর মায়ের কাছে।

শৈব্যা—রোহিতাশ্ব কি করেছে? কি হয়েছে?

মামী—কি হয়েছে রে ভাগ্নে—

নবা—দেখ না মামী। পাজি ছেলে তোমাদের রাজপুত্র রোহিতচন্দ্র আমার স্বর্ণমুদ্রা চুরি করেছে।

শৈব্যা—না না রোহিত আমার চুরি করে না।

নবা—না চুরি করে না—খুব করে। ভিখিরির ছেলেরা চুরি করে না—ত কি—আমরা করি? মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবো।

রোহিতাশ্ব—আমি চুরি করিনি মা—

নবা—ফের মিথ্যে কথা? দেখ কেমন লাগে—(প্রহার)

মামী—হ্যাঁগা দাসী, তা তোমার কি কাজ কর্ম কিছু নেই বাছা দস্যি ছেলেটাকে মারছে না হল একটু মারুক। তুমি এস আমার পা'টা টিপে দেবে—বাতের ব্যথায় পা'টা ভীষণ টাটাচ্ছে।

নবা—ছেলেটাকে মামাত আনতেই চায়নি,—আমিই বলে কয়ে আনলাম। যেমন হয়েছে মা মাগি, তেমন হয়েছে ছেলেটা—কেউ যদি কোন কথা শোনে।

মামী—কই গো বড় লোকের মেয়ে—এস—গতরটা একটু চালিয়ে এস।

নবা যাও যাও—আর অমন করে ছেলের দিকে তাকাতে হবে না, মামীর পা'টিপে দাওগে।

শৈব্যা—ভগবান—!

নবা—শোন্ ছোড়া, আর বসে বসে খাওয়া চলবে না। বেশ ত বড় হয়েছ,—আজ থেকে পূজোর জন্যে ফুল তুলবি। একদিন ফুল তুলতে দেরী হয়েছে কি পিঠে একবারে সপ্যাং সপ্যাং বসিয়ে দেবো,—তা যেন মনে থাকে সোনার চাঁদ।

দ্বাদশ খণ্ড

হরিশ্চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্র হইয়াছে শ্মশান চণ্ডাল, হরিয়া আমার নাম ভাল পরিণাম, হাঃ হাঃ হাঃ—

দিবা ভাগে বরাহ চরাই, নিশা যোগে শ্মশান প্রহরা দেই

মত তরে কোন দুঃখ নাই

বস্ত্র কন্থা কেড়ে নেই, দাহনের কড়ি।
মরি মরি অপূর্ব এ অভিনয়।
এ হেন শ্মশান ভূমি, ধনী দীন সকলি সমান।
দাউ দাউ জ্বলে চিতা, দূরে ডাকে শিবা।
প্রোথিত শবেরে নিয়ে করে কাড়াকাড়ি শৃগাল কুক্কুরে
মর্মভেদী ক্রন্দনের রোলে—
ঐ দূরে কে যেন কাঁদিছে, কাঁদিছে কাহারা—
না না না একি দেখি, দেখিতে না পারি আর
অযোধ্যা আমার হ'য়েছে শ্মশান ?
অন্ন বস্ত্র হীন প্রজা কাঁদে হাহাকারে
ওরে আমি নহি, আমি নহি, বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্র
অযোধ্যার রাজা। (কোলাহল)

বিশ্বামিত্র—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বিশ্বামিত্র অযোধ্যার রাজা।
কপিঞ্জল, এমন কি ঘটেছে রাজ্যে
যার তরে প্রজাগণ
প্রাসাদে আসিয়া নিত্য করিছে চীৎকার ?

১ম প্রজা—কি কহিব, উৎকোচ আগ্রহী তব রাজ কর্মচারী
কহিতেছে অযোধ্যার প্রজা।

সকলে— অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, অর্থ চাই, খেয়ে পরে, বাঁচতে চাই।

বিশ্বামিত্র—ক্ষান্ত হও শান্ত হও সবে,
শোন কহি অযোধ্যার রাজভক্ত প্রজা
কি কারণে রাজ্যে হাহাকার
অন্নহীন অযোধ্যা আমার চিন্তা করি' সুব্যবস্থা করিব নিশ্চয়।
রাজকার্যে পরিশ্রান্ত বড়
করজোড়ে ভিক্ষা মাগি বিশ্রামের অবসর তোমাদের কাছে।

প্রজাগণ—জয় অযোধ্যার জয়......জয় অযোধ্যায় জয়।

বিশ্বামিত্র—হরিশ্চন্দ্র রহিলে হেথায়
প্রজাগণ দিত তাঁর জয়।
আর আমি ধিক্ ধিক্ মোরে।
যে ব্রাহ্মণ একদিন রক্তচক্ষু দেখাইল স্বর্গ দেবতায়—
সেই আজি করজোড়ে দাঁড়াইল প্রজার সম্মুখে?
ভূমি শস্যহীনা প্রজাগণ কাঁদিতেছে দীর্ণ হাহাকারে
রাজ কর্মচারী সবে না মানে শাসন।
উচ্ছৃংখল নারী ব্যবসায়ী
বিশৃংখলা চারিদিকে ধিক্ শত ধিক্ মোরে।
ধ্যান ধর্ম ছাড়িয়াছি, কোথা মোর ত্রিবিদ্যা সাধনা?
না না না এ রাজ্য চাহি না আমি।
ক্ষণিকের মত্ততায় করিলাম একি অনাচার?
সত্য ভ্রষ্ট, ধর্ম ভ্রষ্ট বিশ্বামিত্র অযোধ্যারে করেছে শ্মশান
কোথা কোথা তুমি হরিশ্চন্দ্র সত্যের সেবক।
তুমি জয়ী জয়ী তুমি এরাজ্যভার হতে
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মোরে।

ত্রয়োদশ খণ্ড

শৈব্যা—অযোধ্যার রাজরাণী
দাসীবৃত্তি করিতেছি ব্রাহ্মণের গৃহে
রোহিতাশ্ব—রাজার কুমার—কত না যন্ত্রণা তার।
কোথা তুমি স্বামী—নাহি জানি—
কেমনে করেছ দেব—ব্রাহ্মণের ঋণ শোধ তুমি।
তবু জানি—ঋণ শোধ করেছ নিশ্চয়.

কিন্তু কোথা তুমি দেব, দেখে যাও একবার
কি সুখে রয়েছি হেথা কি বেদনা সহি—

মামী—বলি হ্যাঁ গা দাসী। এ তোমার কেমন আক্কেল গা, পুজোর বাসনগুলি কি মাজা হবে না? মায়ে পোয়ে লুঠে ত খাচ্ছ।

শৈব্যা—আমি যাচ্ছি গিন্নী মা।

মামী—আর শোন—কত্তার সঙ্গে সকালে কি কথা বলছিলে!

শৈব্যা—আমি?

মামী—তুমি ছাড়া আর কে, ভাগ্নে আমাকে বলে গেল। খবরদার কর্তার সঙ্গে কথা বলবে না। যাও পুজোর বাসনগুলি মেজে আন, তোমার পুত্তুরটি ফুল তুলতে গেছে—?

শৈব্যা—গেছে—এখনি এসে যাবে।

নবকেষ্ট—এসে যাবে মানে? তোর জন্যেই ত ছেলেটা এমন বেয়াড়া হয়েছে। ফুল তোলার নাম করে ফুলবাগানে বসে থাকে। ফুলের গাছগুলি ভেঙ্গে চুরমার করেছে জান মামী—

মামী—বিদেয় কর ভাগ্নে, ঝাটা মেরে ও আপদ বিদেয় কর। শোন্ শোন্ ফুলবাগানে বসে গান গাওয়া হচ্ছে—

। রোহিতাশ্বের গীত ।

ওগো গন্ধরাজ তুমি শোন আমার কথা
জান নাকি মায়ের আমার কতই মনব্যথা ॥

নবকেষ্ট—শুনলেত মামী। ফুল তোলা নেই—গান 'গাওয়া হচ্ছে

শৈব্যা—দেখি—আমি ওকে ডেকে আনছি।

রোহিতাশ্ব—(গীত) ও মালতী তোমার কাছে একটি কথা বলি
মনে করে রাখবে কিগো যখন যাব চলি

আমার মনে থাকবে তোমার করুণ কোমলতা ॥
উঃ একি? কিসে যেন কামড়াল—সাপ?

শৈব্যা—সাপে কামড়াল—সে কিরে?

রোহিতাশ্ব—একি হলো মা? আমি যে আর কথা কইতে পাচ্ছিনা
মা—মা—মা—মা—গো----

শৈব্যা—রোহিত রোহিত—বাবা আমার। একি হলো?
রোহিত—আমার যে বিষের জ্বালায় নীল হয়ে গেল
রোহিত—রোহিত—কথা বল বাবা—কথা বল।

চতুর্দশ খণ্ড

। শ্মশান—ঝড় আরম্ভ হয়েছে।

কাল্লু—আরে বাপ্‌রে বাপ্‌ কি আঁধিয়ারে
হরিয়া—হরিয়া—হ্যাঁরে হরিয়া বাবা।

হরিশ্চন্দ্র—সর্দার—

কাল্লু—তু একলা আজ ঘাট রাখতে পারবিরে বেটা?

হরিশ্চন্দ্র—পারবো সর্দার।

কাল্লু—দেখিস ঘাটকড়ি না দিয়ে কেউ যেন না পালায়.
হামি যাচ্ছে।

হরিশ্চন্দ্র—শ্মশান চণ্ডাল যদি
তবে আর শঙ্কা কোন্‌ হেতু।
সত্য কি শ্মশান কালী নাচিছে তাণ্ডবে।
প্রলয়ের ঘনঘটা মেঘে মেঘে বজ্রের চিৎকার
চারি দিকে সূচিভেদ্য ঘোর অন্ধকার
পৃথিবী কি প্রেত ভূমি হইল আজিকে?

শৈব্যা—কে আছ কোথায়?
এই কি শ্মশান ভূমি?

হরিশ্চন্দ্র—এ ঘোরা রজনী মাঝে বামা কণ্ঠ
দক্ষিণ শ্মশানে।
কেবা তুমি নারী প্রকৃতির উদ্দাম তাণ্ডবে
ঘর ছাড়ি' আসিয়াছ প্রেতের শ্মশানে?

শৈব্যা—ক্রোড়ে মোর মৃত পুত্র সর্পের আঘাতে।

হরিশ্চন্দ্র—মৃত পুত্র সৎকার করিতে চাও?
ভাল বস্ত্র যাহা আছে মৃত পুত্র অঙ্গে তব
খুলে দাও মোর হাতে
পঞ্চকড়ি দাহনের মুদ্রা দিতে হবে।
অনাথিনী আমি
অর্থ কোথা পাব
করিতাম দাসীবৃত্তি পুত্রসহ ব্রাহ্মণের গৃহে।

হরিশ্চন্দ্র—কোন কথা শুনিতে না চাই।
প্রভু আজ্ঞা—দাসী কিংবা রাজরাণী যাহা হও তুমি
দাহনের কড়ি দিতে হবে। না হবে অন্যথা।
একি—কি দেখিনু বিদ্যুৎ ঝলকে—কে—কে
কেবা তুমি ব্রাহ্মণের দাসী? কেবা তব ক্রোড়ে।
রে বিজলী—একবার—আর একবার—ঝলকিয়া উঠ
আরবার পলকের তরে দেখাও দেখাও মোরে
পলকেতে দেখে নিই—একি শৈব্যা!—রোহিতাশ্ব মোর।

শৈব্যা—রোহিতাশ্ব নাম তব মুখে
হে চণ্ডাল! কেবা তুমি দেহ পরিচয়?

হরিশ্চন্দ্র—শৈব্যা—শৈব্যা?

শৈব্যা—স্বামী ! স্বামী

হরিশ্চন্দ্র—দাও—দাও রোহিতেরে দাও মোর কাছে।
হরিশ্চন্দ্র শ্মশান চণ্ডাল পুত্রে আজ করিবে সংকার।

বিশ্বামিত্র—মহারাজ ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও মহারাজ।

হরিশ্চন্দ্র—মহারাজ !

বিশ্বামিত্র—আমি বিশ্বামিত্র আসিয়াছি মহারাজ তোমার সমীপে।
হে রাজর্ষি ধন্য তুমি ধন্য তব সত্য রক্ষা
কোন চিন্তা নাই—মন্ত্রপূত গঙ্গাজলে
প্রাণ দান করিতেছি রোহিতাশ্ব রাজার কুমারে

রোহিতাশ্ব—মা মা

হরিশ্চন্দ্র—হে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এত দয়া তব !

বিশ্বামিত্র—তুমি মোরে দয়া কর রাজা।
রাজ্য তব লহ ফিরাইয়া
সুকঠিন পুরুষ প্রবর সত্য তুমি সত্যের সেবক।
চণ্ডাল হইয়া তুমি ব্রাহ্মণের ধর্ম রাখিয়াছ।
রাজা হয়ে হয়েছিনু চণ্ডাল অধম আমি।
মহারাজ মহারাণী, রাজপুত্র চল সবে
এবে অযোধ্যায়, লহ ফিরে তব রাজ্যভার
ব্রাহ্মণ হইয়া আমি তোমাদেরে করি নমস্কার।

—শেষ—

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড
কলিকাতা - বোম্বাই ৯/৫০

G. P. & P. LTD